আলমডাঙ্গায় জেলা পরিষদের সদস্য আশাবুল হক ঠাণ্ডুর করোনায় মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সদস্য আশাবুল হক ঠান্ডু করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। ইন্নালিল্লাহি—- রাজেউন।

বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকার পপুলার হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরন করেন। মৃত্যকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর।

আশাবুল হক ঠান্ডু ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের বড়বোয়ালিয়া গ্রামের মৃত হাজি সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে। তিনি স্ত্রী-দুই ছেলেসহ দলীয় নেতাকর্মী ও অসংখ্য শুভাকাংখি রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর খবরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, সপ্তাহখানেক আগে বড়বোয়ালিয়ার তাঁর নিজ বাড়িতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন জনপ্রিয় এই নেতা। জ্বর-ঠান্ডা ও শ্বাস কষ্ট অতিরিক্ত বেড়ে গেলে তাকে ঢাকার পপুলার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে হাসপাতালের করোনা ইউনিটে ভেন্টিলেটর দিয়ে রাখা হয়। বৃহস্পতিবার বিকেলে তিনি মরনঘাতি করোনার কাছে হার মেনে নেন। সর্বমহলে জনপ্রিয় এই নেতার জীবন অকালে করোনা কেড়ে নেয়।

জনপ্রিয় এই নেতার মৃত্যু খবর বিকেলে আলমডাঙ্গাসহ তাঁর নিজ ইউনিয়ন ভাংবাড়িয়ার হাটবোয়ালিয়া এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে মানুষের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে। হতবিহ্বল হয়ে পড়েন তাঁর ভক্ত অনুরাগীরা।

জানা গেছে, নিহত আশাবুল হক ঠান্ডুর সোহাগ ও সোহান নামের দুইটি ছেলে রয়েছে। বড় ছেলে সোহাগ এমবিএ শেষ করে ঢাকার একটি কোম্পানীতে কর্মরত রয়েছে। ছোট ছেলে সোহান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স করছে। তারা তাদের স্বনামধন্য পিতাকে অকালে হাঁরিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

নিহত ঠান্ডুর চাচাত ভাই আওয়ামীলীগ নেতা জিনারুল ইসলাম জানান, লাশ বাড়িতে এসে পৌছতে গভীর রাত হয়ে যাবে। স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগীতায় শুক্রবার সকাল ১০ টায় লাশ জানাজা শেষে দাফন করা হবে।

এদিকে, আশাবুল হক ঠান্ডুর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি সোলাইমান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সেখ শামসুল আবেদীন খোকন, আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, হারদী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী নুরুল ইসলাম ও ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কাওছার আহমেদ বাবলু।

আলমডাঙ্গায় দুই মাদক কারবারির ১ বছর জেল

আলমডাঙ্গায় দুই মাদক কারবারিকে ১ বছর করে জেল দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উপজেলা নির্বাহী কর্মকতা লিটন আলী ওই আদেশ দেন।

মাদক কারবারিরা হলেন, উপজেলার কামালপুর গ্রামের মহিউদ্দিনের ছেলে সাকিল ও হারদী থানাপাড়ার কুদ্দুস আলীর ছেলে সেলিম। মাদক ব্যবসার অপরাধে তাদের ১ বছর করে জেল দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার কামালপুর গ্রামের মহিউদ্দিনের ছেলে সাকিল ও হারদী থানা পাড়ার কুদ্দুস আলীর ছেলে সেলিম দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসা করে আসছে।

গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কামালপুুর চরপাড়ায় মাদক হাত পাল্ট নোর সময় থানা এসআই সিন্ধার্থ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে।

এ সময় ওই দুই জনের কাছ থেকে ১০ পিচ প্যাথেডিন ও ৯০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

মাদক ব্যবসার অপরাধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে তাদের ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমের ১ বছর করে জেল দেওয়া হয়।

দামুড়হুদায় পাটকাঠি এখন পান বরজের শলি

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় পাটের চেয়ে পাঠকাঠির কদর বরাবরই বেশি। এবারো তার ব্যতিক্রম নেই। এ জনপদে পাট কাটার ভরা মৌসুম থেকে শুরু করে সারা বছরই পাটকাঠি চড়ামূল্যে বিক্রয় হচ্ছে। তাই পাটকাঠি এখন আর জ্বালানি নয় পান বরজের শলি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে।

জানা গেছে, বিগত বছরগুলোতে পান চাষে লাভবান হওয়ার কারণে এ জনপদে চাষীরা প্রতিবছর নুতন নতুন পান বরজ তৈরি করে পান চাষে ঝুঁকে পড়ছেন। পানচাষীরা বিপুল উৎসাহ নিয়ে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের মাঠে নতুন পান বরজ তৈরিতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। অনেক চাষী নিজের জমি না থাকলেও অন্যের জমি লিজ নিয়ে পান বরজ তৈরি করছেন।

প্রতিবছর নানা প্রতিকূলতার ফাঁদে পড়ে পান বরজে ব্যাপকহারে ক্ষতি হয়। পান চাষ করে এ জনপদের অনেক চাষী আজ স্বাবলম্বী হয়েছেন। অনান্য ফসলের লাভ কম হওয়ায় এলাকায় প্রতিবছর ব্যাপকহারে নুতন নতুন পান বরজ তৈরি হচ্ছে। পানচাষে যেমন নিজে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায় তেমনই অনেক লোকের কর্ম সংস্থানের সৃষ্টিও করা যায়

অনেকে পান বরজকে আঁকড়ে ধরে পরিবার-পরিজন নিয়ে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করছেন। শীত মৌসুম শুরু হলে পান বরজের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পান চাষীরা নতুন বরজ তৈরি ও মেরামত করতে শুরু করে। চাষীরা আগে পান বরজে পানের লতা খাড়া করে রাখার জন্যে বাঁশের শলি ব্যবহার করতেন। সম্প্রতি সময়ে বরজের প্রধান উপকরণ বাঁশের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বাঁশের বিকল্প হিসেবে ব্যাপকভাবে পাটকাঠির ব্যবহার শুরু হয়েছে।

এ অঞ্চলের চাষী গৃহস্থ পরিবারগুলো পাট চাষ করে সারা বছর রান্নার কাজে পাটকাঠি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করতেন। তাই পাটকাঠি এখন আর

জ্বালানি নয় পান বরজের শলি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। জয়রামপুর গ্রামের পাটচাষী ছাত্তার বলেন, গ্রামের লোকজন পাট কাটা শুরু করেছেন। অনেকে পাট শুকানোর কাজ করছেন।

ইতোমধ্যে পাটকাঠি ক্রয়ের জন্যে পাটকাঠি ব্যবসায়ীরা তাগাদা দিতে শুরু করেছেন। অনেকে তাদের নিকট থেকে আগাম টাকা নিয়ে পাটকাঠি বিক্রি করে দিয়েছেন।

পান চাষী শাহজাহান বলেন, এক সময় পান বরজে পানের লতা খাড়া করে রাখার জন্যে বাঁশের শলি ব্যবহার করা হতো। সম্প্রতি সময়ে বরজের প্রধান উপকরণ বাঁশের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বাঁশের বিকল্প হিসেবে ব্যাপকভাবে পাটকাঠির ব্যবহার শুরু হয়েছে।

পাটকাঠি ব্যবসায়ী আলমডাঙ্গার মজিদ বলেন, সারা বছর পাট চাষীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পাটকাঠি কিনে এলাকার বিভিন্ন হাটবাজারে এবং নতুন নতুন বরজ মালিকদের কাছে বিক্রি করি। বর্তমানে এলাকার পান বরজে বাঁশের শলির পরিবর্তে পাটকাঠির শলি ব্যবহার হওয়ার কারণে পাটকাঠির কদর বেড়ে গেছে।

দামুড়হুদার জুড়ানপুর ইউনিয়নে বিট পুলিশং এর উদ্বোধন

মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার,পুলিশ হবে জনতার এই স্লোগানকে সামনে রেখে আইনী সহায়তা মানুষের দোর গোড়ায় পৌছে দেওয়ার লক্ষে ০১ নং জুড়ানপুর ইউনিয়নে বিট পুলিশ কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে ।

বুধবার সকাল ১১ টার সময় বিট পুলিশিং কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়।এসময় উপস্থিত ছিলেন জনাব সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার দামুড়হুদা (সার্কেল) মোঃ আবু রাসেল , দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ জনাব মোঃ আব্দুল খালেক, বিট অফিসার এসআই মোঃ আমজাদ হোসেন, এবং সহকারী বিট অফিসার।

এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন ০১ নং জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের

চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, জুড়ানপুর ইউনিয়ন এর বিভিন্ন ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ও স্থানীয় বিভিন্ন গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় উক্ত সভায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, বাল্য বিবাহ রোধ, নারী নির্যাতন, ইফটিজিং রোধকল্পে বিট পুলিশ পুলিশিং কার্যক্রম চালু করা হয়।

সর্বপরি এলাকার মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য এবং পুলিশিং সেবা মানুষের দোর গোড়ায় পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে ও পুলিশি কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে এই বিট পুলিশিং কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়।

হাসাদাহে ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং শাখার উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ বাজারে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের এজেন্ট ব্যাংকিং শাখার উদ্বোধন হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০ ঘটিকার সময় এ শাখার উদ্বোধন করা হয়।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের জীবননগরের শাখা ব্যবস্থাপক নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ হাফিজুর রহমান হাফিজ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন সেলিম মোল্লা (ওসি অপারেশন, জীবননগর থানা), চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের ১৪নং ওয়ার্ড সদস্য শফিকুল আলম নান্নু, জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস ছালাম ঈসা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়শা সুলতানা লাখি, ডাকসু সদস্য ফরিদা পারভিন প্রমুখ।

উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এজেন্ট ব্যাংকিং শাখার অ্যাঞ্জেল ট্রেডার্সের মাহাবুর রহমান উপস্থিত সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন হাসাদাহ শাখার

ম্যানেজার মশিউর রহমান আনন্দ।

‘আলমডাঙ্গায় চেয়ার আছে, পদ আছে রাজনীতি নাই’

‘আলমডাঙ্গাতে কোন রাজনীতি নাই’ দীর্ঘদিন ধরে সচেতন মহলের মাথায় এই দূর্বোধ্য ভাবনাটি ঘুরছে। চেয়ার আছে, পদ আছে অথচ রাজনীতি নাই। কিন্ত যেখানে মানুষ আছে সেখানে রাজনীতি কেন থাকবে না? রাজনীতি তো মানুষের কল্যাণের জন্য।

রাজনীতি না থাকলে মানুষের কল্যাণ কিভাবে হবে? এরকম বড় বড় প্রশ্নও মানুষের মাথায় ঘুরছে। ঘুরছে অনেকদিন। কিন্ত কোন উত্তর নাই। রাজনীতির মানব কল্যাণের এসব প্রশ্ন নিয়ে কথাগুলো বলছিলেন বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা চুয়াডাঙ্গা জেলা ইউপি চেয়ারম্যান সমিতির সভাপতি ও হারদী ইউপির চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম।

তিনি বলেন, মাথা ঘামিয়ে যারা এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন তারা মনে করেন, ঠিক জায়গায় ঠিক নেতৃত্ব আসছে না। যারা নেতৃত্বে থাকছেন তারা ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নিজেকে নিয়ে ভাবছেন। মানুষের কল্যাণের কথা ভাবছেন না। ঠিক নেতৃত্বের অভাবেই মানুষের জন্য যে রাজনীতি তা কোথাও যেন আজ হাওয়ায় মিশে গেছে। মানুষের জন্য কল্যাণমুখী রাজনীতিটা তাই এখন আর সাধারণ মানুষের নজরে আসছে না।

তিনি চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের এমপি সোলাইমান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুনের প্রসঙ্গ টেনে প্রশ্ন করেন, আমাদের এমপি মহোদয় জীবনভর জনগণের জন্য কল্যাণমুখী রাজনীতি করে যাচ্ছেন। কিন্ত আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব কেন তাঁর ঠিক অনুসারি হতে পারছেন না?

নুরুল ইসলাম আলমডাঙ্গা পৌর শহরের অপূর্নাঙ্গ ড্রেনেজ ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, অনেক টাকা নেতাদের পকেটে উঠেছে কিন্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা জনগণের কোন কল্যাণ বয়ে আনেনি। এটাকে রাজনীতি বলে না। বলে শোষণনীতি।

তিনি আলমডাঙ্গার শহীদ মিনার নিয়েও কথা বলেন, তিনি বলেন, ২১ ফেব্রুয়ারী সব দলের সব নেতা রাতে শহীদ মিনারে ফুল দিতে যান।

কিন্ত শহীদ মিনারের মাঠ থাকে কর্দমাক্ত। বড় বড় চেয়ারের মালিকরা মাঠটিকে মাটি দিয়ে ভরাট করতে পারেন না। এটা দায়িত্বহীনতা।

তিনি উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নিয়েও কথা বলেন। সভাপতি পৌরসভার মেয়রের চেয়ারে বসে তার দায়িত্ব পালন করছেন।

কিন্ত ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক দীর্ঘবছর ধরে কিভাবে আর কি কি উপায়ে তার দায়িত্ব পালন করেন জানতে চেয়ে নুরুল ইসলাম বলেন, এভাবে একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল চলতে পারে না। একটা মানুষের কখনও কল্যাণে আসবে না। তাকে দিয়ে রাজনীতিকে মানুষের জন্য কল্যাণমুখী কাজ করা অবাস্তব।

তিনি দলের ঠিক জায়গায় ঠিক নেতৃত্ব নির্বাচনে আওয়ামী লীগের তৃণমূল নেতাকর্মীদের কাছে জোর আহবান জানান।

হাসাদাহে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইসমাইল হোসেনের ইন্তেকাল

জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ পনেরসতি পাড়ার অবসর প্রাপ্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসমাইল হোসেন ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নালিল্লাহি রাজিউন)।

গতকাল রাত আনুমানিক ১০ টার সময় নিজ বাড়িতেই ইন্তেকাল করেন। তিনি সুটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ১৯৯৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন।

মৃত্যুকালে তিনি পরিবারে ৪ ছেলে ও ৩ কন্যা সন্তান রেখে যান।

পরে মরহুমের নামাজের জানাযা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। তার মৃত্যুতে পরিবারের সকল সদস্যসহ এলাকার সকলেই শোকাহত।

দামুড়হুদায় ট্রেনের ধাক্কায় এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদার জয়রামপুরে কপোতাক্ষ ট্রেনের ধাক্কায় হানেফ জোয়ার্দ্দার,ওরফে হানেফ মিস্ত্রী (৪০) নামের এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল আনুমানিক সাড়ে ৯ টার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

মৃত হানেফ জোয়ার্দ্দার চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর গ্রামের ইদবারী জোয়ার্দ্দারের ছেলে।

তবে দীর্ঘদিন ধরে তিনি দামুড়হুদা উপজেলার ছোট দুধপাতিলা গ্রামে শ্বশুর বাড়িতে বসবাস করতেন। পরবর্তীতে নিজে জমি কিনে ছোট দুধপাতিলা গ্রামের নিজ বাড়িতে বসবাস করছিলেন। তার লাশ বর্তমানে সেই বাড়িতেই রাখা আছে।

স্থানীয়রা জানান, সোমবার সকালে হানেফ নামের ওই ব্যক্তি সাইকেল যোগে দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর বিলে মাছ ধরার জন্য যাচ্ছিলো কেটো পুল পার হওয়ার সময় খুলনা থেকে ছেড়ে আসা রাজশাহীগামী ৭১৫ আপ কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় তিনি লাইনের পাশে পড়ে যেয়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যবরণ করেন।

এলাকাবাসী ও পরিবারের লোকজন ঘটনা স্থল থেকে হানেফের লাশ উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসে।

খবর পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি টিম মৃত হানেফের বাড়িতে উপস্থিত হয়। তবে জিআরপি পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের কর্মসূচিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগের প্রস্তুত্তি সভা

আগামী ২৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের নেত্রীবৃন্দদের চুয়াডাঙ্গা সফর উপলক্ষে প্রস্তুত্তিমূলক আলোচনা সভা করেছেন আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগ। সফরকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু কর্মসূচি রেখেছে কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের নেতাকর্মীরা। কর্মসূচির মধ্যে এতিমদের মাঝে মৌসুমী ফল বিতরণ, রক্তদান, বৃক্ষরোপণ ও আলোচনা সভা।

কর্মসূচিকে সুন্দর করার লক্ষে উপজেলা কৃষকলীগ একটি প্রস্তুত্তিমূলক আলোচনা সভার আয়োজন করে। আলোচনা সভায় জেলা কৃষকলীগে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দীপক বিশ্বাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক, প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষকলীগের মহিলা সম্পাদিকা কাউন্সিলর সামসাদ রান (রাঙ্গাভাবী)।

উপজেলা কৃষকলীগের দপÍর সম্পাদক সাহাবুল হকের পরিচালনায় আরো বক্তব্য দেন, উপজেলা কৃষকলীগের সহসভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, মুক্তিযোদ্ধা সৌমিন্দ্রনাথ সাহা, ফজলুর রহমান, মঞ্জিল হোসেন, রানা মাস্টার, বদর উদ্দিন, ছারোয়ার হোসেন, শাকের আলী, আমিরুল ইসলাম, অভিমান্য কুন্ডু,আব্দুল সালাম, মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।

আলমডাঙ্গার ওসমানপুরের পুকুরকে কেন্দ্র করে গণস্বাক্ষরকৃত পত্র থানায় জমা দিয়েছেন এলাকাবাসী

আলমডাঙ্গার ওসমানপুর গ্রামের একটি পুকুরকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। এ ব্যাপারে ওই পুকুরের আসেপাশের বসবাসরত লোকজন থানা লিখিত অভিযোগ দিয়েছে।

সর্বস্বাক্ষরিত একটি অভিযোগে উল্লেখ্য করেছে যে, ওসমানপুর হঠাৎপাড়ায় পূজার নামে একটি পুকুর আছে। সেই পুকুরে এলাকাবাসী দীর্ঘদিন ধরে মাছচাষ করে আসছে।

সেই পুকুরের উপর দৃষ্টি পড়ে ওসমানপুর গ্রামের রস্তুম পাকার ছেলে কুদ্দুস, লালু ফকিরের ছেলে লাবলু, মৃত মপে ফারাজীর ছেলে জাকারিয়া ও মৃত হাশেম মোওলার ছেলে ফরিদের। তারা জর করে পুকুরটি দখল করে মাছ ধরে নেয়।

বাধা দিতে গেলে মারধরসহ পুকুর পাড়ে গেলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি পর্যন্ত দেয়। এমন ঘটনায় ওসমানপুর হঠাৎ পাড়ায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ওই বিষয়ে মহল্লাবাসী আতংকে দিন কাটাচ্ছে উল্লেখ্য করে এলাকাবাসীর স্বাক্ষরিত একটি পত্র থানায় জমা দিয়ে এর একটি সুরাহা কামনা করেন।